আজকের কাগজ

তারিখ 31 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিতে র‍্যাসপোর প্রশংসনীয় উদ্যোগ

নার্গিস চমন ঃ বাংলাদেশে শিক্ষার হার অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্ত কম। মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ লোক শিক্ষিত। মেয়েদের শিক্ষার হার আরও কম। বয়স্ক মহিলারা অধিকাংশই অক্ষর জ্ঞানহীন। মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্যে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। এরপরও দারিদ্রের কারণে শিক্ষা বিস্তার তেমন হয়নি। জনসংখ্যার হারের সঙ্গে পরিসংখ্যান মিলিয়ে দেখলে সামগ্রিক চিত্র খুব আশাব্যঞ্জক নয়। সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ (এনজিও) শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। শিক্ষা বিস্তারের এই প্রচেষ্টায় র‍্যাসপো একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। র‍্যাসপো গাজীপুরের প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। নিরক্ষর অশিক্ষিত বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে অক্ষর জ্ঞানদানের কর্মসূচি চালু করেছে। ২০/২৫ জন বয়স্ক মহিলারা নিজেরাই সমিতি প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের দারিদ্র ও অশিক্ষা দূর করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যে সব মহিলারা নিজের নাম লিখতে পারতো না, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিলো তারা এখন স্বরলিপি পড়তে পারে। নিজেদের নাম সই করতে শিখেছে। যারা লিখতে পড়তে জানতো না। তারা লেখাপড়া শিখছে। লেখাপড়া শেখার জন্যে তারা আগ্রহভরে বয়স্ক শিক্ষায় যোগ দিচ্ছে। পল্লী প্রগতি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (র‍্যাসপো) টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর থানায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। র‍্যাসপো ১৯৯৪ সাল থেকে সখিপুর থানায় ৩টি ইউনিয়নে বয়স্ক শিক্ষা এবং কিশোর-কিশোরী শিক্ষা পরিচালনা করে আসছে। ৯০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ মহিলা [illegible] দারিদ্রের কারণে যারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলো র‍্যাসপোর উদ্যোগে তারা হাঁটি হাঁটি পা পা করে শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ছাড়া মহিলাদের বৃক্ষরোপণ, সঞ্চয়, ঋণ প্রকল্প অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে। গাজীপুরের প্রত্যন্ত এলাকায় অশিক্ষিত দরিদ্র লোকের বাস। তারা মানবেতর জীবনযাপন করতো। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত পেটপুরে খেতে পারতো না। এখন তারা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। তারা স্বপ্ন দেখছে তাদের ছেলে মেয়েরা বড় হবে, মানুষ হবে। এই সব মহিলারা ঘোমটা পরে সংসারের চার দেয়ালে বন্দি থাকতো। স্বামীর উপর নির্ভর করতে হতো। র‍্যাসপো এসব অশিক্ষিত বয়স্কা মহিলাদের আত্মনির্ভরতা যুগিয়েছে। নিজেরাই নিজেদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করতে সক্ষম হচ্ছে। র‍্যাসপো গাজীপুরে কয়েক বছর ধরে এই কর্মসূচি চালু করেছে। এই প্রোগ্রাম আরো কিছুদিন চলবে। মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা দেখা দিয়েছে। আগে এরা লেখাপড়ার গুরুত্ব বুঝতো না। সংসারে, পরিবারে ও এদের মান-মর্যাদা বেড়েছে। স্বামীদের তারা আর্থিক সাহায্যও করতে পারে। সমিতির সব সদস্যই মহিলা। এলাকার নামানুসারে সমিতির নামকরণ করা হয়। র‍্যাসপো নার্সারী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। র‍্যাসপোর এই প্রকল্পে অসংখ্য বয়স্কা মহিলা কাজ করছেন। র‍্যাসপোর প্রাণপুরুষ একজন উদ্যোমী পুরুষ। তার দেশসেবার একটি বৃহৎ পরিকল্পনায় রয়েছে। ইচ্ছা রয়েছে আরো বৃহত্তর পরিসরে কাজ করতে। অবহেলিত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। ফলে ফুলে সুজলা সুফলা বাংলাদেশ গড়ার এক অদম্য স্পৃহা। তার এই স্পৃহা সমগ্র বাংলাদেশকে উজ্জীবিত করুক।

টাঙ্গাইলের সখীপুরে পল্লী প্রগতি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত উপ- আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়